দৈনিক সংবাদ

তারিখ 28 AUG 1987
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ...

63

আমাদের ভর্তি পদ্ধতি ও প্রসঙ্গ কথা

স্বাধীনতার পর পুরো দেড়টি দশক কাটলেও আজো আমাদের দেশে সকলের গ্রহণযোগ্য একটি শিক্ষা কাঠামো গড়ে ওঠেনি। অবশ্য সমাজের সর্বগ্রাসী অস্থিরতার মাঝে এর সমাধান খোঁজা বৃথা। এই স্থিতিহীনতার ছাপ পড়েছে আমাদের ভর্তি পদ্ধতিতেও। উচ্চ মাধ্যমিক পরবর্তী ভর্তি পদ্ধতি নিয়ে নানাবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। প্রতি বছর পত্রিকার পাতায় বিতর্কের ঝড় বয়ে যায় এ নিয়ে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন ধরনের কিংবা বছর বছর নতুন নতুন পদ্ধতি অনুসৃত হওয়ায় সবচেয়ে হয়রানির শিকার হতে হয় ভর্তি ইচ্ছুক ছাত্র-ছাত্রীদের। কেবল মাত্র মেডিকেল কলেজেই এরিমধ্যে ভর্তি পদ্ধতি নিয়ে ৫/৬ রকমের 'এক্সপেরিমেন্ট' চলেছে। কোন বছর নম্বর, কোন বছর নম্বরলিখিত-মৌখিক পরীক্ষা এবং সম্প্রতি শুধুমাত্র লিখিত পরীক্ষার ভিত্তিতে ভর্তি করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়েও কোথাও অনুষদ ভিত্তিতে, কোথাও বিভাগ ভিত্তিতে ইত্যাতি বিচিত্র পদ্ধতিতে মেধার যাচাইয়ে অবতীর্ণ হতে হয় ছাত্রদের। এবং অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনকভাবে পুরো বছর জুড়ে। গত বছর যারা উচ্চ মাধ্যমিক পাস করে মেডিকেলে ভর্তি হয়েছে, তারা সেখানে ৬/৭ মাস ক্লাস করে ফেলেছে, সেখানে একই সেশনের ছাত্রদের কৃষি-কলেজে (ঢাকা) এখনো ভর্তি পরীক্ষাই হয়নি। যদিও ইতিমধ্যে আরেকটি উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে। আর 'বুয়েটে' ভর্তি হয়ে তো সেশন জ্যামের অনন্ত চক্রে অন্ততঃ বছর খানেক--মেধা-সময়-অস্ত্র ধ্বংস ছাড়া উপায়ও নেই। সে অবশ্য অন্য প্রসঙ্গ।

কোন বাধা ছাড়াই যে ছাত্রটি প্রথম বারেই ভর্তি হতে সমর্থ হয় তাকেও নিদেন পক্ষে, পরবর্তী বছরে পাড়ি জমাতে হয় ক্লাস শুরু করতে। গত সেশনে যে ব্যাচটি সবচেয়ে দ্রুততম সময়ে ক্লাস শুরু করেছে--সেই মেডিকেল কলেজেও ক্লাস শুরু হয়েছে উচ্চ মাধ্যমিক ফল প্রকাশের ৬।৭ মাস পর।

সময়ের এই অবিশ্বাস্য অপচয় ছাড়াও ভর্তি পদ্ধতির দীর্ঘসূত্রিতার জন্য একজন ভর্তিচ্ছুক ছাত্রকে যে প্রচণ্ড মানসিক চাপ, দুঃশ্চিন্তা ও অনিশ্চয়তার প্রহর গুণতে হয়--তা বলাই বাহুল্য। প্রায়শঃই দু'টি প্রতিষ্ঠানে ভর্তি পরীক্ষার সময়সূচী মিলে যায়। ফলে প্রচণ্ড প্রতিযোগিতার এই সময়ে সুযোগ আরো সংকুচিত হয়ে পড়ে। এমন নজিরও কম নেই--'বুয়েটে' ভর্তি পরীক্ষা শেষে সারারাত জার্নি করে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষার জন্যে উপস্থিত হতে হয়েছে।

কোন ছাত্র ২/৩টি প্রতিষ্ঠানে ভর্তি পরীক্ষা দিয়ে ফলাফল প্রকাশে সময়ের ব্যবধানের জন্যে অনিশ্চয়তা এড়াতে ইচ্ছের বিরুদ্ধেও ভর্তি হয়। পরে যখন পছন্দমত বিষয়ে ভর্তির সুযোগ পায়, স্বাভাবিকভাবেই পূর্ববর্তী আসনটি শূন্য হয়ে যায়। এ থেকে 'ওয়েটিং লিষ্ট' কিংবা শূন্য আসন সংক্রান্ত জটিলতা শুরু হয়। গত

চিঠিপত্র

(৪র্থ পাতার পর)

টেনে যেতে হয়। কেননা, এরিমধ্যে কলেজেও ভর্তির সময় পার হয়ে যায়।

বলার অপেক্ষা রাখে না--এক ভয়াবহ সংকটের মাঝ দিয়ে অতিবাহিত হচ্ছে আমাদের শিক্ষা জীবনের প্রতিটি ধাপ। মাধ্যমিক-উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর যে হাস্যোজ্জ্বল ছবিগুলো পত্রিকার পাতা আলো করে আসে--বিশ্ববিদ্যালয় করিডোরে পা রাখতে না রাখতেই হতাশায় মলিন হয়ে আসে সেই নির্মল মুখগুলো। এক বিচিত্র শুভংকরের ফাঁকিতে তলিয়ে যাচ্ছে আমাদের সময়, আমাদের জীবন। অসহায়ের মত পিষ্ট হচ্ছি যাঁতাকলে। বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় নিষ্পেষিত ছাত্র সমাজের একজন হিসেবে নিজের দায়ভারটুকু এড়াতে পারলাম না বলেই আমাদের ভর্তি পদ্ধতি সম্পর্কে একটি প্রাথমিক রূপরেখা সকলের বিবেচনার জন্যে তুলে ধরছি।

১। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশের ১।১½ মাসের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় ও সমমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ভর্তির জন্যে বিজ্ঞান বিভাগে ২টি অনুষদে জীববিজ্ঞান সম্পর্কিত বিষয় (মেডিসিন, ফার্মেসী, প্রাণ রসায়ন, উদ্ভিদ বিদ্যা, প্রাণী বিদ্যা ইত্যাদি) ও গণিত সম্পর্কিত বিষয় (প্রকৌশল, পদার্থ, গণিত, ফলিত পদার্থ, পরিসংখ্যান ইত্যাদি) এবং কলা, বাণিজ্য, বিবিধ বিভাগে পৃথক পৃথক অনুষদের অধীনে সারা দেশে একটি সমন্বিত বাছাই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত করা যেতে পারে।

২। এই পরীক্ষার ভিত্তিতে একটি জাতীয় মেধা তালিকা প্রণীত হবে, যা থেকে মেধা-স্কোর, বিষয় ও প্রতিষ্ঠানের অপশন সমন্বয় করে ভর্তির জন্যে প্রাথমিকভাবে মনোনীত করা হবে। (পৃথকভাবে বর্তমানেও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে এই পদ্ধতি প্রচলিত আছে)। নির্দিষ্ট সময়ের পর শূন্য আসনগুলো পূর্বতন মেধা তালিকা থেকে একই ভাবে পূরণ করা হবে।

৩। পরবর্তী ধাপে অকৃতকার্য ছাত্ররা কলেজ পর্যায়ে ভর্তি পরীক্ষার সুযোগ নেবে।

আপাতঃ দৃষ্টিতে বিস্তৃত মনে হলেও উপযুক্ত সমন্বয় করতে পারলে এই পদ্ধতি কার্যকর করতে বর্তমানে পৃথক পৃথক ভর্তি পদ্ধতিতে যে সময় ও শ্রম দিতে হয়, তা-ই যথেষ্ট। সবচেয়ে বড় কথা ছাত্রদের হয়রানি কমবে, সময় বাঁচবে ও ভর্তির জন্যে একটি '[illegible]' নিশ্চিত হবে।

অসিত পাল, এম,বি,বি,এস,
৩য় বর্ষ ঢাকা মেডিকেল কলেজ।

ভিটে

(মতামতের জন্য সম্পা...

...তিল পাওয়া গে... যা হৃৎপিণ্ড, কি... সঙ্গে প্রত্যক্ষ... অন্যান্য প্রত্যঙ্গ...

ভিডা ও... যাত্রী মানবদে... জোন নির্ধারণ... কার স্থানীয় প... সবচাইতে স্পষ্ট... ব্যথা সহকারে... টনের সময়, ... কাভিয়া গ্যাং... কোলেজিসটিটি... টিসিস ইত্যাদি...

কিন্তু বিভি... কার ওপর তি... ব্যাখ্যাটা কি ... গঠনগত...